Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 31-10-2026 21:51 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১৩ কার্তিক ।। ১৪৩৩।শনিবার ৩১ অক্টোবর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬২১ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

প্রয়াত 'কাঁটে' পরিচালক সঞ্জয় গুপ্তা, সারা রাত স্নানাগারে পড়ে নিথর দেহ

একতা দিবসে মোদির মুখে 'দিমাগি নকশাল'

হরমুজ তালার চাবি লুকিয়ে ইউরেনিয়ামেই, আমেরিকা-ইরান খসড়া চুক্তিতে প্রস্তাব

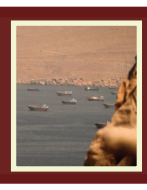

রাশিয়া 'বধে' এবার ইউক্রেনকে 'প্যাট্রিয়ট মিসাইল' দিচ্ছেন ট্রাম্প

৫৬ বছরে শুরু নতুন ইনিংস, দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন ওমর আবদুল্লা, পাত্রী নামী সাংবাদিক

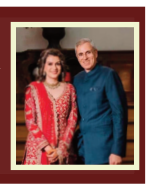

চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ ডি নিয়োগেও দুর্নীতি!

বদলের বাংলায় তথ্য যাচাইয়ের

পথে শুভেন্দু সরকার

নয়া জামানা ঃ নবান্নের শীর্ষ কর্তাদের কথায়, এই নির্দেশের ফলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-ডি কর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই শুরু হয়ে গেল।চক্তিভিক্তিক গ্রুপ ডি নিয়োগের বড়সড় দুর্নীতি! সেদিকে নজর রেখেই এবার রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-ডি কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য যাচাইয়ের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দপ্তরে এই কর্মীদের নিয়োগের খুঁটিনাটি জানতে চাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগামী ৬ নভেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট ছকে এই তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এপ্রসঙ্গে অল বেঙ্গল কন্ট্র্যাকচুয়াল এমপ্লোয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য পরামর্শদাতা মনোজ চক্রবর্তী বলেন,'আমরাও চাই নিয়োগ নিয়ম মেনে হয়েছিল কিনা তা বাইরে বেরিয়ে আসুক। পাশাপাশি আমরা এই চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী করারও আবেদন জানাচ্ছি।রাজ্য সরকারের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে তাদের অধীনস্থ চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-ডি কর্মীদের যাবতীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রফর্মায় পূরণ করে পাঠাতে হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়ম মেনে চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগ হয়েছিল কিনা, তা যাচাই করতেই এই তথ্য তলব। প্রথমেই উঠে এসেছে সেচ দপ্তরের গ্রুপ ডি নিয়োগের বিষয়টি। ২০১১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জারি করা সরকারি নির্দেশিকার নিয়ম মেনে সেচ দপ্তরের গ্রুপ ডি কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। বিশেষ করে ওই নির্দেশিকার ৯, ১১ ও ১৪ নম্বর ধারার বিধান যথাযথভাবে মানা হয়েছিল কি না, তা যাচাই করতে চায় বর্তমান সরকার। নবান্নের শীর্ষ কর্তাদের কথায়, এই নির্দেশের ফলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-ডি কর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয় শুরু হয়ে গেল। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে স্কুলশিক্ষক থেকে সরকারি অফিস সব জায়গাতেই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। অনেকক্ষেত্রেই অভিযোগ, চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগেও নিয়ম মানা হয়নি। এপ্রসঙ্গে অল বেঙ্গল কন্ট্র্যাকচুয়াল এমপ্লোয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য পরামর্শদাতা মনোজ চক্রবর্তী বলেন, আমরাও চাই নিয়োগ নিয়ম মেনে হয়েছিল কিনা তা বাইরে বেরিয়ে আসুক। পাশাপাশি আমরা এই চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী করারও আবেদন জানাচ্ছি।'

রামলীলা বিক্ষোভের আগেই

শনিসন্ধ্যায় 'দিদি'র দরবারে দীপকে

'আরশোলা'কে বাংলায় আমন্ত্রণ মমতার

নয়া জামানা ঃ জ্ঞানেশ বিরোধী প্রতিবাদে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েই সলতে পাকানো শুরু করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী জোট আরও শক্তিশালী করার ইঙ্গিত দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেলেন ককরোচ জনতা পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লির ১৮৩, সাউথ অ্যাভিনিউয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে মমতার সঙ্গে দেখা করলেন 'আরশোলা' দীপকে। হাতে হাত রেখে একে অপরের রাজনৈতিক লড়াইকে কুর্নিশ জানান। 'আরশোলা'দের কলকাতায় কর্মসূচির আমন্ত্রণ জানান মমতা। রবিবার রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের মেগা সমাবেশের আগে মমতা-দীপকের এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নিঃসন্দেহে।মমতা জানান, ওরা জেন জি। যেভাবে দেশের নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, তা সহজ ব্যাপার নয়। আমি ওদের পূর্ণ সমর্থন জানাই। খুব ভালো লাগল, আজ অভিজিৎ দেখা করতে এসেছে। আমি বলেছি যে চাইলে বাংলাতেও ওরা কর্মসূচি করতে পারে। ওরাও আমাদের প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছে।দ অভিজিৎ দীপকে বলেন, আমি শুধু দিদিকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম। আমাদের আন্দোলনের শুরুর দিন থেকে যেভাবে উনি পাশে থেকেছেন, নানা সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ।ভোটচুরির অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে তাঁর অপসারণের দাবি ঘিরে ফের উত্তপ্ত হতে চলেছে রাজধানী দিল্লি। রবিবার সকালে মেগা কর্মসূচিতে নামছে বিরোধী 'ইন্ডি' জোট। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রামলীলা ময়দানে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ জানাবেন। ইতিমধ্যে দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও ব্রায়েন। শনিবার সন্ধ্যায় অভিষেকের বাংলোয় তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন 'ককরোচ' দীপকে। তাঁকে স্বাগত জানান ডেরেক। এরপর মমতার সঙ্গে দেখা করেন তরুণ নেতা। দু'জনের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়কে কুর্নিশ জানিয়েছেন দীপকে। পালটা মমতাও তাঁদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। উল্লেখ্য, রবিবার রামলীলা ময়দানে 'ভোটচুরি' নিয়ে ইন্ডি জোটের মেগা প্রতিবাদ কর্মসূচিকে আগেই সমর্থন জানিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। এবার কি তাঁরা সশরীরে উপস্থিত থাকবেন? মমতা-দীপকের সাক্ষাৎ সেই জল্পনা উসকে দিল। এর আগে দিল্লিতে নিট জালিয়াতি নিয়ে যখন অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন দীপকে, সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কারা তখন তাঁদের আন্দোলনে যোগ দিতে চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেসময় আর তা হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতেও সিজেপির প্রতিবাদের সময় সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কাদের গ্রেপ্তারির বিরোধিতায় সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূলনেত্রী।এদিন সাক্ষাতের পর দু'জনই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। মমতা জানান, ওরা জেন জি। যেভাবে দেশের নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, তা সহজ ব্যাপার নয়। আমি ওদের পূর্ণ সমর্থন জানাই। খুব ভালো লাগল, আজ অভিজিৎ দেখা করতে এসেছে।

আমি বলেছি যে চাইলে বাংলাতেও ওরা কর্মসূচি করতে পারে। ওরাও আমাদের প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছে। অভিজিৎ দীপকে বলেন, ''আমি শুধু দিদিকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম। আমাদের আন্দোলনের শুরুর দিন থেকে যেভাবে উনি পাশে থেকেছেন, নানা সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ।

সাগরে ঘনাচ্ছে বড় বিপদ!

ইসরোর ছবিতে বাড়ছে উদ্বেগ

নয়া জামানা ঃ অন্ধ্রে তাণ্ডব চালিয়েছে 'অর্ণব'। এই ঘূর্ণিঝড়ের রেশ কাটার আগেই নতুন বিপদ ঘনাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে! বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে।

শনিবার সকালে ইসরোর আবহাওয়া স্যাটেলাইট-এর তোলা ছবিতে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন আন্দামান-নিকোবরের আকাশে প্রবল বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের উপস্থিত লক্ষ্য করা গিয়েছে।আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এই নতুন নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী বেশ কয়েকদিন আন্দামান সাগর ও বঙ্গোপসাগরে ব্যাপক বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিও হতে পারে দক্ষিণ ও উত্তর আন্দামান সাগরে। পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল জুড়ে আগামী কয়েকদিনে আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও আপাতত জলোচ্ছ্বাসের সতর্কতা জারি হয়নি।ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর বিধ্বংসী প্রভাব কাটতে না কাটতেই এই নতুন করে উদ্বেগে বাড়িয়েছে ইসরোর আবহাওয়া সংক্রান্ত ছবি। আবহাওয়াবিদদের মতে, বর্ষার পরে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির অনুকূল পরিস্থিতি। এই সময় নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। সাগরে নতুন করে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের গতিপছ ও শক্তি কোন দিকে এগোয়, সেদিকে নজর থাকবে হাওয়া অফিসের।

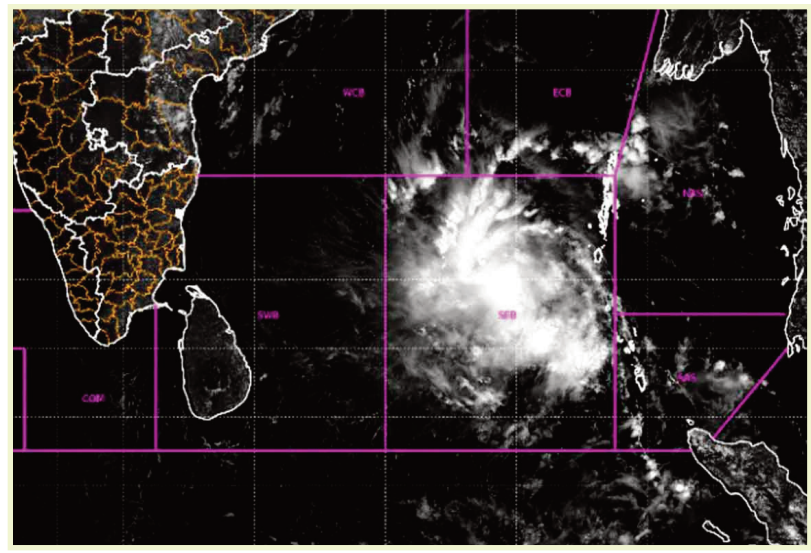

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 31-10-2026 21:51 Page 2

স্বপ্নের ক্যানভাসে শিক্ষার নতুন সুর

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা

গ্রামের মেঠো পথ পেরিয়ে যেখানে নতুন ভোরের সূর্য ওঠে, সেখানেই তৈরি হচ্ছে এক সুন্দর ভবিষ্যতের গল্প। উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র মালদার গোলাপগঞ্জের বুকে তেমনই এক আশার আলো জ্বেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'মালদা পাবলিক স্কুল'।২০২২ সালে শিক্ষানুরাগী সারিফুল ইসলামের হাত ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল মাত্র ১১০ জন খুদে পড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে।পথচলা শুরুর সেই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো আজ রূপ নিয়েছে এক বিশালাকার স্বপ্নবৃক্ষে। প্রাক-প্রাথমিক বা প্লে গ্রুপ থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার এক চমৎকার পরিবেশ গড়ে উঠেছে এখানে।শিক্ষা প্রসারের এই জয়যাত্রা এখানেই থেমে নেই, ২০২৭ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকেই ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠদান চালু করার এক দুর্দান্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্ষদ সিবিএসই (ঙ্খঙ্ক্ক)-র অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুসরণে পরিচালিত এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৫০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী এক আনন্দঘন পরিবেশে বিদ্যালাভ করছে।শিক্ষার এই মহাযজ্ঞ সামলাতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করছেন ১০ জন দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা পাশাপাশি রয়েছে ১০ জন অশিক্ষক কর্মী ও সহায়ক সদস্য, যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিটা শিশু খুঁজে পায় নিজ নিজ সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করার সেরা সুযোগ। গোলাপগঞ্জ ও তার আশেপাশের অঞ্চলের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের ভাবনাচিন্তা একেবারেই অনন্য ও আধুনিক। গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে 'সেমি-রেসিডেন্সিয়াল' বা আংশিক আবাসিক শিক্ষার কনসেপ্টটি এখানে সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্ত খুলে দিয়েছে। সম্পূর্ণ আবাসিক এবং সেমি-রেসিডেন্সিয়াল দুই ধরনের সুবিধাই এখানে উপলব্ধ।

প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে অভিভাবকরা যখন সন্তানদের পড়াশোনা ও সঠিক যত্ন নিয়ে চিন্তিত থাকেন তখন এই স্কুলটি হয়ে ওঠে পরম ভরসাস্থল।শুধু পুথিগত বিদ্যা নয়, শিক্ষার্থীদের সার্বিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিদিন দুপুরে পরিবেশন করা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুষ্টিকর ও উচ্চমানের খাবার।সুষম আহার আর উপযুক্ত যত্নের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করাই এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার।

লেখাপড়ার গণ্ডি ছাপিয়ে কচি-কাঁচা মনগুলোকে নানা রঙের সুতোয় বুনে দেওয়ার চমৎকার আয়োজন রয়েছে এখানে। সাধারণত শহরের বড় বড় স্কুলে অতিরিক্ত ফি দিয়ে যেসব এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি শিখতে হয়, সেগুলো এখানে দেওয়া হয় একদম নিখরচায়। নৃত্য চর্চার তালে তালে নান্দনিকতার ছোঁয়া, আত্মরক্ষার জন্য তাইকোণ্ডো প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গণিতের বুদ্ধি ধারালো করতে অ্যাবাকাসের মতো কোর্সসমূহ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শেখানো হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সারিফুল ইসলাম অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ও বিনয়ের সঙ্গে জানান যে, সাধারণ ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরাও যাতে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই লক্ষেই অতি সামান্য ও সাশ্রয়ী খরচে আধুনিক শিক্ষার দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলাই এই স্কুলের মূল দর্শন।

এই নিরলস চেষ্টার ফল মিলছে হাতে-নাতে। সাফল্যের খতিয়ান ইতিমধ্যেই উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে। ২০২৪ সালেই এই স্কুলের পাঠ শেষ করে দুই শিক্ষার্থী জায়গা করে নিয়েছে ঐতিহ্যবাহী রামকৃষ্ণ মিশনে, আর তিনজন সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী সুযোগ পেয়েছে মর্যাদাপূর্ণ আল-আমিন মিশনে। অল্প সময়ের মধ্যে এমন সাফল্য প্রমাণ করে দেয় যে সঠিক দিকনির্দেশনা ও ভালোবাসা পেলে গ্রামীণ শিশুরাও সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে পারে।মালদা পাবলিক স্কুল কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি স্বপ্নের কারখানা যেখানে প্রতিটি শিশুর ভবিষ্যৎ গড়া হচ্ছে পরম মমতায়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 31-10-2026 21:51 Page 3

ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রীকে তলব লালবাজারের

এবার ইন্দ্রনীল সেনের (জ্ঞ—ত্মন্থ—হ্ত (ত্র—) স্ত্রীকে তলব। পুজো পাস দুর্নীতি কাণ্ডে মধুছন্দা সেনকে লালবাজারে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মতোই শুক্রবার বিকেলে লালবাজারে পৌঁছে যান ইন্দ্রনীলের স্ত্রী। দুর্নীতি কাণ্ডে আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন ইন্দ্রনীল-জায়া। রক্ষাকবচ নিয়ে দুর্নীতি কাণ্ডে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন প্রাক্তন মন্ত্রীর সহধর্মিনী। পুজোর ই-পাস মামলায় গত বুধবার কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। ইডির জেরার পর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরতেই প্রাক্তন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারের গোয়েন্দা সেল। ইন্দ্রনীল সেন মমতা সরকারের আমলে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলেন। অভিযোগ ওঠে তাঁর আমলে বিপুল অঙ্কের পাস দুর্নীতি হয়েছে। সেই আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে ইন্দ্রনীল সরাসরি যুক্ত বলে দাবি।

'মাস আর্ট' প্রতারণা মামলায় তদন্ত করছে লালবাজারের গোয়েন্দা শাখা। কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে মামলার তদন্ত শুরু করেছে ইডি। বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির সমনে হাজিরা দিতে যান প্রাক্তন মন্ত্রী। সেখান থেকে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করে ইন্দ্রনীলকে। বউবাজার থানায় 'মাস আর্ট' নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শোয়ের ভিআইপি পাস বিক্রি ও কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ রয়েছে ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে। জয়দীপ মুখোপাধ্যায় নামে এক ট্রাভেল এজেন্ট মামলাটি দায়ের করেছিলেন গত জুন মাসে। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমেই এবার দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে তৎপর লালবাজার। অন্যদিকে, পাস বিক্রি ঘিরে কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে মামলার তদন্ত শুরু করেছে ইডি। লালবাজারের গোয়েন্দাদের দাবি, ইউনেস্কোর নাম, সুনাম ও লোগো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় অনুমোদন 'মাস আর্টে'র ছিল না। দুর্গাপুজোর পাস বিক্রি ছাড়াও মন্ত্রিপদের অপব্যবহার করে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অনুষ্ঠান ও বইমেলায় কোটি কোটি টাকার টেন্ডার বেআইনিভাবে ঘনিষ্ঠদের পাইয়ে দেওয়ার মতো মারাত্মক অভিযোগও রয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। গোয়েন্দাদের দাবি, আপাতত পুজো ও টেন্ডার কাণ্ড মিলিয়ে প্রায় ১১৫ কোটি টাকার বেশি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে। এই সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য পেতেই বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত সংগৃহীত নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথি, ব্যয় সংক্রান্ত অ্যাকাউন্ট সামনে রেখে ইন্দ্রনীল সেনকে জেরা করেন গোয়েন্দারা। দীর্ঘ জেরা পর্বে তিনি একাধিক তথ্য এড়িয়ে যান বলে খবর। বর্তমানে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। লালবাজারের অভিযোগ, ইন্দ্রনীলের মদতে ইউনেস্কোর নাম ভাঁড়িয়ে ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পুজোয় মাস আর্টকে সামনে রেখে কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। ইন্দ্রনীলের স্ত্রী মেয়ে, আত্মীয়র নামে থাকা বেশ কয়েকটি ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছে। সূত্রের খবর, এ বিষয়ে আরও তথ্য হাতে পেতে ইন্দ্রনীলের স্ত্রী মধুছন্দা সেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।

সারের দাম কমানো, ফসলের ন্যায্য দর

কলকাতায় কৃষকদের দাবিতে ভারতীয় কিষাণ সংঘ

সারের দাম থেকে ফসলের দর; কৃষির খরচ ও আয় নিয়ে একাধিক দাবিতে শুক্রবার কলকাতার রাস্তায় নামল ভারতীয় কিষাণ সংঘ। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কৃষকেরা এসে জড়ো হন ধর্মতলায়। সংগঠনের দাবি, উৎপাদন ব্যয় যে ভাবে বাড়ছে, তাতে চাষিদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য ফসলের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করা জরুরি। শুক্রবার সকালে হাওড়া স্টেশনে বিশেষ ট্রেন ও বাসে করে পৌঁছতে শুরু করেন হুগলি, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়ার কৃষকেরা। পরে প্রায় ১১টা নাগাদ সেখান থেকে মিছিল শুরু হয়। হাওড়া ব্রিজ ও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে মিছিল পৌঁছয় রানি রাসমণি রোডে। শিয়ালদহ থেকেও সংগঠনের আর একটি দল কর্মসূচিতে যোগ দেয়। কৃষকদের হাতে ছিল সংগঠনের পতাকা ও ব্যানার। সমাবেশে কৃষকদের বর্তমান আয়-ব্যয়ের পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন সংগঠনের নেতারা। তাঁদের বক্তব্য, চাষের খরচ বাড়লেও সেই অনুপাতে উৎপাদিত ফসলের দাম সব সময় পাওয়া যাচ্ছে না।

সমাবেশ থেকে বলা হয়, চাষের খরচ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই কৃষকদের অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য সমস্ত প্রধান ফসলের ক্ষেত্রে লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।দ শুধু ফসলের দাম নয়, রাসায়নিক সারের উৎপাদন ও বাজারজাত করার খরচ কমানোর দাবিও তোলা হয়েছে। কৃষকদের আরও দাবি, সারের দাম কমাতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি ব্লকে পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ তৈরি এবং কিষাণ মান্ডিগুলির পরিকাঠামো উন্নত করার কথাও বলা হয়েছে। কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরে কৃষকদের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্য সরকারের কাছে স্মারকলিপি দেয়। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, তআজ কলকাতায় রাষ্ট্রবাদী সংগঠন ভারতীয় কিষাণ সংঘের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের দেওয়া একটি দাবিপত্র গ্রহণ করলাম।দ রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-ঘনিষ্ঠ কৃষক সংগঠন হিসেবে পরিচিত ভারতীয় কিষাণ সংঘের এই কর্মসূচি রাজ্যের কৃষি অর্থনীতি নিয়ে সরাসরি সরকারের দরবারে পৌঁছল। ফলে কৃষকদের উৎপাদন খরচ, বাজারদর এবং সংরক্ষণ পরিকাঠামো;তিনটি বিষয়ই নতুন করে আলোচনায় এল।

স্বাস্থ্যসাথীতে ২৫-৩০ লক্ষ ভুয়ো কার্ড পুরো ইনিংস এখনও বাকি - স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের পুরনো ব্যবস্থায় পর্যালোচনা শুরু করতেই বিপুল সংখ্যক সন্দেহজনক কার্ডের হদিশ মিলেছে বলে দাবি রাজ্যের।

সরকারি হিসাবে, প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ কার্ড এমন উপভোক্তার নামে রয়েছে, যাঁদের অস্তিত্বই যাচাই করে পাওয়া যাচ্ছে না। এই কার্ডগুলির প্রিমিয়াম বাবদ বছরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে বিমা সংস্থাগুলির কাছে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি সামনে আসার পরই স্বাস্থ্য দফতর পুরো ব্যবস্থার আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক অডিট শুরু করেছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে অবশ্য ইঙ্গিত মিলেছে, ভুয়ো কার্ডের হিসাবই তদন্তের শেষ কথা নয়। তাঁর কথায়, অমাত্র ওপেনিং ব্যাটসম্যান নেমেছে, তাতেই ২৫-৩০ কোটি টাকার দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছি। পুরো ইনিংস খেলা এখনও বাকি।দ রাজ্য সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য যাচাই এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপভোক্তাদের অস্তিত্ব খতিয়ে দেখার সময়েই এই গরমিল ধরা পড়ে বলে সূত্রের দাবি।

আয়ুষ্মান ভারত এবং নতুন 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'-র প্রস্তুতির জন্য কার্ড সংক্রান্ত তথ্য নতুন করে যাচাই করতে গিয়ে পুরনো ব্যবস্থার অসঙ্গতিগুলি সামনে আসে। স্বাস্থ্য দফতরের নজর এখন আরও বিস্তৃত। ভুয়ো উপভোক্তার নামে চিকিৎসার দাবি, কাল্পনিক চিকিৎসক, চিকিৎসকের জাল স্বাক্ষর, হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে অনিয়ম, টিপিএ-র ভূমিকা এবং বিমা সংক্রান্ত নথিপত্র;সবই তদন্তের আওতায় রয়েছে। অর্থাৎ অভিযোগের পরিধি শুধু কয়েক লক্ষ কার্ডের গরমিলেই আটকে নেই। মন্ত্রী বলেন, তদুর্নীতির হিমশৈলের চূড়ামাত্রদ এখনও সামনে এসেছে। অতীতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল বলে উল্লেখ করে তাঁর দাবি, স্বাস্থ্যসাথীর ক্ষেত্রে অনিয়মের ব্যাপ্তি আরও বড় হতে পারে। ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সূচনা হয়।

পরের বছর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পরিষেবা চালু হয়। নথিভুক্ত পরিবারকে বছরে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার এই প্রকল্পের প্রিমিয়াম বহন করত রাজ্য। ফলে ভুয়ো উপভোক্তার নামে টাকা গলে গেলে তার সরাসরি চাপ পড়ে সরকারি কোষাগারে। নতুন সরকারের যাচাই প্রক্রিয়ায় সেই পুরনো ব্যবস্থার একাধিক স্তরে প্রশ্ন উঠেছে। এখন ফরেনসিক অডিট শেষ হলে কারা, কী ভাবে এবং কোন স্তরে সরকারি অর্থের সুবিধা নিয়েছে, তার ছবিই আরও স্পষ্ট হওয়ার অপেক্ষা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 31-10-2026 21:51 Page 4

সম্পাদকীয়

৩১ অক্টোবর ২০২৬ ।। শনিবার

ব্লক করলেই হেনস্তা !

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আজ মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের সহজ মাধ্যম। মুহূর্তের মধ্যে পরিচয়, বন্ধুত্ব, কথোপকথন সবই সম্ভব হচ্ছে একটি স্মার্টফোনের পর্দায়। কিন্তু এই প্রযুক্তির দুনিয়াতেই যখন কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, পছন্দ-অপছন্দ এবং নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে ওঠে, তখন প্রশ্ন ওঠে আমাদের সামাজিক মানসিকতা নিয়ে। ইনস্টাগ্রামে মেসেজের উত্তর না দেওয়া কিংবা কাউকে ব্লক করে দেওয়ার মতো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের 'শাস্তি' যদি কোনও তরুণীকে রাস্তায় হেনস্তার শিকার হতে হয় তবে তা শুধু একটি অপরাধের অভিযোগ নয়, সমাজের সুস্থতার পক্ষেও এক অশনিসংকেত। বারাকপুরের মণিরামপুরে এক গৃহশিক্ষিকাকে কেন্দ্র করে ওঠা এমনই অভিযোগ নতুন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অসম্মান কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। অভিযোগ, ইনস্টাগ্রামে বারবার মেসেজ পাঠিয়ে ওই গৃহশিক্ষিকাকে উত্তর দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন দুই যুবক। তাঁদের ব্লক করলে ভালো পরিণতি হবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি তরুণীর। শুক্রবার টিউশন পড়াতে যাওয়ার পথে মণিরামপুর ব্যায়াম সমিতি এলাকার একটি গলিতে তাঁর পথ আটকে হাত ধরে টানাটানি এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে অর্ক সাহা ও দীপ কুণ্ডুর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানান তরুণী। অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে বারাকপুর থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অভিযোগের যথাযথ তদন্ত, নির্যাতিতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দোষ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।

প্রথমেই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কারও সঙ্গে কথা বলা বা না বলা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কেউ মেসেজের উত্তর দিতে না চাইলে, বন্ধুত্ব রাখতে অস্বীকার করলে কিংবা কোনও ব্যক্তিকে ব্লক করলে, সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াই সভ্য আচরণের পরিচয়। পরিচিতি থাকলেই অন্যের ব্যক্তিগত পরিসরে প্রবেশের অধিকার জন্মায় না। বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়া কোনও অপরাধ নয় কিন্তু প্রত্যাখ্যান মেনে নিতে না পেরে কাউকে ভয় দেখানো, অনুসরণ করা কিংবা শারীরিকভাবে হেনস্তা করার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। ভালো লাগা কখনও জোরজবরদস্তির লাইসেন্স হতে পারে না।সম্পর্কের নামে অধিকার ফলানোর মানসিকতা আসলে সম্মানের অভাবকেই সামনে আনে।

আরও উদ্বেগের বিষয়, অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হয়রানিকে নিছক দুষ্টুমি, সামান্য মজা কিংবা তরুণ বয়সের আবেগ বলে এড়িয়ে যেতে চান। এই প্রবণতা বিপজ্জনক। অনবরত মেসেজ পাঠানো, উত্তর দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা, প্রত্যাখ্যানের পর হুমকি দেওয়া এ ধরনের আচরণ ধীরে ধীরে একজন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনকেও আতঙ্কিত করে তুলতে পারে। ভার্চুয়াল জগতে শুরু হওয়া হয়রানি বাস্তবের রাস্তায় এসে দাঁড়ালে তার পরিণতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। তাই প্রথম থেকেই এমন আচরণকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা জরুরি। ডিজিটাল দুনিয়ায় স্বাধীনতার অর্থ যেমন নিজের পছন্দমতো যোগাযোগ করা, তেমনই অন্যের যোগাযোগ প্রত্যাখ্যান করার অধিকারকেও সম্মান করা।এই ঘটনায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে মেয়েদের নিরাপত্তা কি এখনও তাঁদের চলাফেরার সতর্কতা, পোশাক কিংবা পরিচিত মানুষের ওপর নির্ভর করে বিচার করা হবে? একজন গৃহশিক্ষিকা নিজের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন।

আড়াবাড়ি এখন আস্তাকুড়

রণজিৎ দত্ত
পশ্চিম মেদিনীপুর

Rustic Woodland Beauty

কথাটা বোধহয় ইউনেস্কো স্বীকৃত আড়াবাড়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে বসেছে।

মেদিনীপুর শহর থেকে এনএইচ - ৬০(এনএইচ -১৪) ধরে বাঁকুড়া অভিমুখে ৩০ কিমি এগোলে যে বনভূমিতে প্রবেশ করলেই প্রাণভরে শ্বাস নেওয়া যেত .... তা এখন পূতিগন্ধময় !

জঙ্গলের অগভীরে আকছার পোল্ট্রি মুরগি ফার্ম গড়ে উঠেছে....

প্রায় দিনই দেখা যাচ্ছে গৃহস্থের সেপটিক ট্যাংক থেকে অর্ধতরল নরবর নিয়ে গিয়ে সাফাইকারীরা জঙ্গলে ঢেলে দিচ্ছে।

অবিক্রীত, অখাদ্য ফলের অর্ধপচন যুক্ত অংশগুলি গাড়ি গাড়ি নিয়ে গিয়ে ঢালা হচ্ছে আড়াবাড়ী বনাঞ্চলে।

প্লাস্টিক ,ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের অপচনশীল অংশগুলি ফেলার জায়গা হিসেবেও এখন বেছে নেওয়া হচ্ছে আড়াবাড়ি বনাঞ্চল কে।

বলার কেউ নেই।

বাধা দেবার কেউ নেই। আর বলাবাহুল্য, সেজন্যই বোধহয় অবাধে চলছে জঙ্গলের প্রাকৃতিক গন্ধ নষ্ট করে .... স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে তাকে আস্তাকুড়ে পরিণত করার কাজ।

স্বাভাবিক দিনগুলোতে দুর্গন্ধের মাত্রা সহনসীমার মাত্রা ছাড়িয়ে না গেলেও,এক পশলা বৃষ্টি হবার পর পোল্ট্রি ফার্ম গুলোর থেকে যে সৌরভ (?) সারা জঙ্গলময় ম ম করে তা পেটের খাবার বমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেরিয়ে আসার পক্ষে যথেষ্ট !

ড অজিত ব্যানার্জী, আইএফএস....

যার স্বপ্ন প্রকল্প ছিল এই আড়াবাড়ি সোশ্যাল ফরেস্ট্রি ...

যার হাত ধরে এই বনাঞ্চল পেয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রপল গেট্টি ক্ষুদ্র পুরস্কার ...

ইউনেস্কো দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল আড়াবাড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে...

১৯৭২ সালে ১২৭২ হেক্টর কোর এলাকা নিয়ে শুরু হয়ে যার বর্তমান কলেবর আজ প্রায় ৭৬০২ হেক্টর ....

যা মূলতঃ শালগাছের জঙ্গল ....

যা পার্শ্ববর্তী ১১টি ....

চাঁদমুড়া,সাতশোল, মাঝিগড়,শাঁকরই, সাফাডিহা, গুঁতামারা,সখিশোল ঘুঁচিশোল উরামি ,জোড়াকেউদি এবং মহিষডুবি গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন করে বেঁচে উঠেছিল ....জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে যা সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন ডিভিশনাল বনাধিকারিক ড অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবিমল রায় মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ...

তা আজ দুর্গন্ধের ভাগীদার।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে ....১৯৮৭ সালে যে বনাঞ্চল ছিল পার্শ্ববর্তী ১১ গ্রামের মানুষের চোখের মণি ...

যে জঙ্গল রক্ষা করে,সৃজন করে তাঁরা বিশ্বে প্রথম জেএফএম চালু করতে বিশ্ব সংস্থা কে বাধ্য করেছিল...

যা বর্তমানে পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত ...

যেখানে প্রতি বছর বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীরা এক্সকার্সনে আসে ...যেখানে নিয়মিত সিলভিকালচার(উদ্যান বিষয়ক বিদ্যা) গবেষণা চলছে...কেন সেটা আস্তাকুড়ে পরিণত হতে যাবে?মুখ যেমন মনের আয়না ....রাজপথ পার্শ্ববর্তী জঙ্গলও তেমনি পর্যটকদের কাছে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টিকারী ....যে বনাঞ্চলের প্রবেশ পথে স্বাগত তোরণে লেখা ....আপনি সংরক্ষিত আড়াবাড়ী বনাঞ্চলে প্রবেশ করছেন...

যা দেখেই গাড়ির কাঁচখুলে নির্মল হাওয়ায় প্রাণ ভরে শ্বাস নিত মানুষ ...

বুনো গন্ধ ভেসে আসতো বাতাসে...

যে জঙ্গলে গাড়ি থামিয়ে দু দণ্ড জিরিয়ে নিত শহুরে মানুষ .... কখনও হরিৎ, কখনও হরিদ্রাভ ,ঋজু সুঠাম শাল বনানীর মাঝে শালবনী নামের স্বার্থকতা খুঁজে পেত 'ইট কাঠ কংক্রিটের ক্ষুদ্র স্তুপ থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ .... বলতে পারেন কেন সে জঙ্গল আজ দুর্গন্ধের আস্তাকুড় হবে? কেন জঙ্গলের পথে নাক চেপে দুর্গন্ধের চোটে ছুটে জঙ্গল পেরোতে বাধ্য হবে মানুষ ? উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কি এখনও বোবা, কালা হয়ে থাকবেন ?এভাবেই ডক্টর ব্যানার্জি সহ ১১ টি গ্রামের মানুষের স্বপ্ন প্রকল্প চোখের সামনে আস্তাকুড়ে পরিণত হবে? কিছুই কি করার নেই? আড়াবাড়ি বনাঞ্চল কর্তৃপক্ষ একটু নড়েচড়ে বসবেন নাকি?

জাতীয় একতা দিবস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং পরবর্তীকালে একটি শক্তিশালী ও অখণ্ড জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। ৫৬০টিরও বেশি বিচ্ছিন্ন দেশীয় রাজ্যকে এক সুতোয় গেঁথে আধুনিক ভারতের মানচিত্র তৈরির এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন বলেই তাঁকে ভারতের 'লৌহমানব' বা 'আয়রন ম্যান' বলা হয়।প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর তাঁর জন্মবার্ষিকীটিকে সমগ্র ভারতে 'জাতীয় একতা দিবস' বা 'ন্যাশনাল ইউনিটি ডে' হিসেবে মহাসমারোহে পালন করা হয়। এই দিনটি কেবল একজন মহান নেতার জন্মবার্ষিকীই নয়, বরং এটি সমগ্র দেশবাসীর কাছে একতা, অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার এক সুদৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়ার দিন। ১৮৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর গুজরাটের নাদিয়াদ অঞ্চলের এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে এক আপসহীন ও দৃঢ় মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল। ব্যারিস্টারি পাস করার পর তিনি আইন পেশায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দেশের টানে সেই লাভজনক পেশা ছেড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।বিশেষ করে বারদোলি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁর অদম্য নেতৃত্ব স্থানীয় কৃষকদের জয় এনে দিয়েছিল এবং এই আন্দোলনের সফলতার পরই মহাত্মা গান্ধী তাঁকে 'সরদার' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর এই বিচক্ষণ নেতৃত্ব এবং সাহসিকতা পরবর্তীতে তাঁকে ভারতীয় রাজনীতির এক অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে।

১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন দেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল রাজনৈতিক বিভাজন ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা। ব্রিটিশদের ছেড়ে যাওয়া খণ্ডিত ও শতচ্ছিন্ন ভারতে প্রায় ৫৬৫টি স্বাধীন দেশীয় রাজ্য বা প্রিন্সলি স্টেট ছিল যেগুলো নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিল। এই জটিল ও চরম সংকটের মুহূর্তে স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্র ও উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন সরদার প্যাটেল। তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা, দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং প্রয়োজনে কঠোর মনোভাবের মাধ্যমে তিনি একে একে সমস্ত রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করেন। হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় বা কাশ্মীরের মতো জটিল রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর সময়োপযোগী পদক্ষেপ না থাকলে আজকের অখণ্ড ভারত কল্পনা করাও অসম্ভব হতো।

সরদার প্যাটেলের এই অসামান্য অবদানের প্রতি সম্মান জানাতে এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অখণ্ডতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে ২০১৪ সাল থেকে তাঁর জন্মদিবসটিকে জাতীয় একতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই দিনে সারা দেশজুড়ে 'রান ফর ইউনিটি' বা একতার দৌড়সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয় যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে অনন্য নিদর্শন ভারত প্রদর্শন করে তার মূলে রয়েছে সরদার প্যাটেলের সুদূরপ্রসারী চিন্তা।আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাঁর আদর্শকে স্মরণ করা এবং দেশের সংহতি বজায় রাখার শপথ নেওয়া প্রতিটি দেশবাসীর নৈতিক কর্তব্য।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 31-10-2026 21:51 Page 5

গ্রামীণ উন্নয়নে বড় ঘোষণা পঞ্চায়েতমন্ত্রীর! কর্মীদের সম্মানিক বৃদ্ধি থেকে শুরু করে আবাস যোজনার স্বচ্ছতা নিয়ে বার্তা দিলীপের

গ্রামীণ উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং তাঁদের সম্মানিক বা বেতন বাড়ানোর জোরালো আশ্বাস দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

শুক্রবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত 'সারা বাংলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মী সংগঠন'-এর উত্তরবঙ্গ সমাবেশে যোগ দিয়ে মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ মজবুত করতে এই কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য। আগামী দিনে তাঁদের সুযোগ-সুবিধা ও সম্মানিক বৃদ্ধির বিষয়টি রাজ্য সরকারের আন্তরিকভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে। এদিনের এই সমাবেশে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগঠনের শয়ে শয়ে কর্মী উপস্থিত হন। কর্মীরা তাঁদের নানা দাবি-দাওয়া, কাজের বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং বকেয়া সমস্যাগুলির কথা মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। সবার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনার পর পঞ্চায়েতমন্ত্রী জানান, তৃণমূল স্তরে সরকারি প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজ সফলভাবে রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁদের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি ও আর্থিক সুরক্ষা প্রদানে সরকার

বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে থাকা পদগুলি দ্রুত পূরণেরও আশ্বাস দেন তিনি।

পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের নতুন পরিকল্পনার কথাও জানান মন্ত্রী। তাঁর মতে, প্রশাসনিক কাজের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই পদক্ষেপগুলি অত্যন্ত জরুরি। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'আবাস যোজনা' প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি জানান, আবাস যোজনায় সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে জমা পড়া সমস্ত আবেদনপত্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে খতিয়ে দেখা হবে, যাতে কোনোভাবেই কোনো দুর্নীতির সুযোগ না থাকে এবং প্রকৃত এবং যোগ্য উপভোক্তারা যেন সরকারি এই আবাসন প্রকল্পের সুবিধা পান। আবেদন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসন কড়া নজর রাখবে বলেও তিনি স্পষ্ট করে দেন।

এদিকে, কেবল প্রশাসনিক উন্নয়ন বা কর্মীবান্ধব ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি মন্ত্রী। এদিন সমাবেশের মঞ্চ থেকে তিনি রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কড়া আক্রমণ শানান। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বিভিন্ন মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বিরোধীদের জোরালো ভাষায় জবাব দেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী।

প্রাথমিকে আসছে বড় বদল!

'এক ক্লাস, এক শিক্ষক' নীতিতে পড়ুয়াদের উন্নতি না হলে আটকে যাবে বেতনবৃদ্ধি

রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এক আমূল ও যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চলেছে শিক্ষা দপ্তর। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে চালু হতে চলেছে বহুচর্চিত 'এক ক্লাস, এক শিক্ষক' নীতি। নতুন এই নিয়ম অনুযায়ী, প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসের সমস্ত বিষয়ের পঠনপাঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে একজন নির্দিষ্ট শিক্ষকের কাঁধে। শুধু তাই নয়, পড়ুয়ারা যদি সাবলীলভাবে রিডিং পড়তে না পারে কিংবা সাধারণ অঙ্কে হোঁচট খায়, তবে তার সমস্ত দায়ভার নিতে হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককেই। এমনকি বছর শেষে পড়ুয়াদের সার্বিক অগ্রগতির গ্রাফ নিম্নমুখী হলে ওই শিক্ষকের বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্টও আটকে যেতে পারে বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কার্যালয়ে ২১টি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান এবং পর্ষদগুলির সভাপতিদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায় বৈঠক করেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। বৈঠকের পরেই এই নতুন নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান শিক্ষামন্ত্রী। মন্ত্রীর যুক্তি, এই ব্যবস্থার ফলে প্রতি

ক্লাসে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত আরও উল্লেখযোগ্যভাবে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। বর্তমানে রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে প্রতি ২৬ জন পড়ুয়ার জন্য একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। খুব শীঘ্রই প্রায় ১৩ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে এই অনুপাত কমে দাঁড়াবে ২০ জনে একজন। সরকারের লক্ষ্য, একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি ক্লাসের সব বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব নিলে পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ তৈরি হবে এবং শিক্ষার মান উন্নত হবে।

তবে চতুর্থ শ্রেণির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হচ্ছে না, ওই ক্লাসে আগের মতোই বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকরা পড়াবেন। শিক্ষকদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও জবাবদিহি বাড়াতেই এই কড়া পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। শিক্ষামন্ত্রী উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, কোনো ক্লাসে ২০ জন শিশু থাকলে বছর শেষে তাদের অর্জিত জ্ঞানের সম্পূর্ণ দায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের। অধিকাংশ পড়ুয়া যদি ঠিকমতো শিখতে ব্যর্থ হয়, তবে তার কৈফিয়ত দিতে হবে এবং কাজের মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করেই বেতনবৃদ্ধি বা পদোন্নতি নির্ভর করবে। তবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের উন্নতির স্বার্থে স্কুলের অন্য শিক্ষকরা যৌথভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারেন বলেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই নতুন ভাবনাকে সাধুবাদ জানালেও পরিকাঠামো ও শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবশেখর মণ্ডল জানান, সরকার পরিকাঠামো ঠিক করে দিলে শিক্ষকরা নিষ্ঠার সঙ্গেই কাজ করবেন।

অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক চন্দন গড়াই এটিকে ভালো সিদ্ধান্ত বললেও প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে অন্তত ৬ জন করে শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী দীর্ঘদিনের এই দাবিকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি অনুযায়ী গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগের দাবিও তুলেছেন।

বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি

ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঝাড়গ্রামের বিনপুর ও শিলদা অঞ্চলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আসন্ন কর্মসূচি আয়োজনের জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে সভার চূড়ান্ত স্থান এখনও নির্ধারিত হয়নি; পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দুটি মাঠের মধ্যে একটিকে চূড়ান্ত করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।প্রাথমিকভাবে শিলদা ও বেলপাহাড়ির মাঝামাঝি সাহারিতে একটি জায়গা পরিদর্শন করা হয়েছিল। এরপর শুক্রবার পাটাবিন্ধার পাহাড়তলীর মেলা প্রাঙ্গণ সংলগ্ন মাঠটি সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। প্রশাসন জানিয়েছে, দুটি জায়গার পরিকাঠামো ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত কোন মাঠে সভা করবেন, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিন পাটাবিন্ধার মাঠ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন বিনপুরের বিধায়ক প্রণব টুডু, রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী শ্রী ক্ষুদিরাম টুডু, ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ।বিধায়ক প্রণব টুডু জানান, মুখ্যমন্ত্রীর এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি যাতে সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়, সেই লক্ষ্যেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে উপযুক্ত মাঠ নির্বাচনের কাজ চলছে। মাঠের নিরাপত্তা, সভামঞ্চ তৈরির উপযুক্ততা এবং সাধারণ মানুষের

যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই খুব শীঘ্রই স্থান চূড়ান্ত করা হবে। আগামী ১৫ নভেম্বর এই কর্মসূচির দিন নির্ধারিত হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 31-10-2026 21:51 Page 6

অসমে 'নিখোঁজ' বক্সার বাঘিনী

বক্সার বাঘিনীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না অসমে। বুধবার গভীর রাত থেকে বাঘিনীর খোঁজ পাচ্ছেন না বনকর্মীরা। বাঘিনীকে যেমন দেখা যাচ্ছে না, তেমনই তার গলায় পরানো রেডিও কলারের সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার দিনভর অসমের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এলাকায় টহল দেওয়ার পরও বাঘিনীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। বক্সার বনকর্তাদের পাশাপাশি অসমের বনকর্তাদেরও ভাবিয়ে তুলেছে বাঘিনী। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠায় শনিবার অসমে যাচ্ছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। ওই দিন সকালেই তাঁর অসমে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাঘিনীর সম্পর্কে কী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তা দেখবেন মন্ত্রী। তবে, সোমবারও অসম সফরের কথা রয়েছে মন্ত্রীর। এদিন বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের অধীন কচুগাঁও ফরেস্ট ডিভিশনের ডিএফও মুস্তাফা আলি আহমেদ বলেন, 'বুধবার রাত থেকে বাঘিনীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রেডিও কলারের সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে না। টেকনিকাল টিম সেটা দেখছে। বক্সার বনকর্তারাও পরিস্থিতি দেখছেন।' তবে বনকর্তারা বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি কিছু বলতে নারাজ। বাঘিনী বক্সা থেকে বেরিয়ে অসমের সীমানায় যেতেই চাপ বাড়তে শুরু করেছে রাজ্যের বনকর্তাদের উপর। অন্য রাজ্যে গিয়ে বাঘিনীর উপর নজরদারি চালানো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার রাতে বক্সার সীমানা ছাড়ে বিটিআর টিএফ-১। সংকোশ নদী পার করে অসমের সীমানায় ঢুকে রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ করেছিল বাঘিনী। এরপর সেখান থেকে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে বাঘিনীটি। রবিবার থেকে বাঘিনী ছিল রাইমোনা সংলগ্ন রাজেন্দ্রপুর ফরেস্ট ভিলেজে। মঙ্গলবার রাত থেকে সে আশ্রয় নেয় হাতিগড় গ্রামে। এরপর বাঘিনী কোথায় গেল, তার খোঁজ পাচ্ছেন না বনকর্মীরা। বাঘিনী কি অন্য কোনও গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, নাকি সে জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে, সেটা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, আবার আরেকটি সম্ভাবনাও রয়েছে। বুধবার বাঘিনীর যে শেষ লোকেশন ছিল হাতিগড় গ্রামে, সেই গ্রামের পাশেই দুটো নদী রয়েছে। জাকাতি ও জানালি নদী হয়ে দূরে কোথাও ওই বাঘিনী চলে গিয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। এদিন বনকর্মীরা জানান, বুধবার রাতে ওই এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য সমস্যা ছিল নজরদারিতে। বন দপ্তরের নজরদারিতে সমস্যা তো হচ্ছেই, রেডিও কলারের সিগন্যাল না পাওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। বাঘিনী কি কোনও শ্যাডো জোনে রয়েছে, যেখানে সিগন্যাল না থাকায় রেডিও কলার ঠিকমতো কাজ করছে না- সেই প্রশ্ন সামনে আসছে। বনকর্তারা অবশ্য এসব বিষয়ে স্পষ্ট উত্তর দিচ্ছেন না। এদিন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর কুমার বিমলকে ফোন করা হলেও তিনি উত্তর দেননি।

নেশার ঘোরে নর্দমার স্ল্যাবের নিচে আটকে গেলেন মদ্যপ ব্যক্তি

নেশার ঘোরে নর্দমার স্ল্যাবের নিচে আটকে পড়ে দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে চরম নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন এক ব্যক্তি। জলপাইগুড়ি শহরের কেরানিপাড়া এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। মদ্যপ ওই ব্যক্তির কাণ্ডকারখানায় শেষ পর্যন্ত রীতিমতো নাজেহাল হতে হয় দমকল কর্মী, পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় সাধারণ মানুষকেও। স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, প্রায় ৫২ বছর বয়সি ওই ব্যক্তি সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোনোভাবে শহরের কেরানিপাড়া এলাকার একটি নর্দমার স্ল্যাবের নিচে আটকে পড়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি নিজে থেকে বেরোনোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। এমনকি স্থানীয় বাসিন্দারাও তাঁকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসেন, কিন্তু তাঁরাও তাঁকে বের করে আনতে পারেননি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দ্রুত খবর দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি দমকল বাহিনী ও থানায়। খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলকর্মী ও পুলিশকর্মীরা। কিন্তু আটকে থাকার কায়দা এবং ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার কারণে তাঁদেরও উদ্ধারকাজে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অবশেষে দমকল বাহিনী, পুলিশ এবং স্থানীয় ক্লাবের সদস্যদের সম্মিলিত ও দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর প্রায় চার ঘণ্টা বাদে ওই ব্যক্তিকে অক্ষত অবস্থায় নর্দমা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। উদ্ধারের সময়ও ওই ব্যক্তি পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে এও জানা গিয়েছে যে তিনি বাড়িতে একাই থাকেন। এদিকে এই উদ্ধারকাজ চলাকালীন রাস্তায় প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যাওয়ায় সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তবে কীভাবে ওই ব্যক্তি খোদ ড্রেনের নিচে অমনভাবে গিয়ে আটকে পড়লেন, তা নিয়ে ধৃতের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। এই ধরনের অপ্রীতিকর ও অদ্ভুত ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকার সচেতন বাসিন্দারা।

নেশার ঘোরে নর্দমার স্ল্যাবের নিচে আটকে পড়ে দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে চরম নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন এক ব্যক্তি। জলপাইগুড়ি শহরের কেরানিপাড়া এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। মদ্যপ ওই ব্যক্তির কাণ্ডকারখানায় শেষ পর্যন্ত রীতিমতো নাজেহাল হতে হয় দমকল কর্মী, পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় সাধারণ মানুষকেও।

তৃণমূল-সিপিএমের মধ্যে গোপন আঁতাত!

মমতাকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দুর

তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে গোপন রাজনৈতিক আঁতাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বারুইপুরের এক রাজনৈতিক সভা থেকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএমকে একযোগে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অতীতের বাম আমল এবং তৃণমূলের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে একাধিক কটাক্ষ। সভামঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ক্ষুসিপিএমের অত্যাচার থেকে বাংলাকে বাঁচাতে তৃণমূল তৈরি হয়েছিল। সেই তৃণমূল এখন সিপিএমের সঙ্গে চলছে।ক্ষু তাঁর অভিযোগ, যে রাজনৈতিক দল একসময় সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল, আজ সেই দলই নাকি সিপিএমের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার পথে হাঁটছে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি সফর নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। শুভেন্দুর দাবি, বাংলার রাজনীতিতে প্রত্যাশিত গুরুত্ব না পেয়ে এখন দিল্লির রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ক্ষুবাংলায় পাত্তা না পেয়ে উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এখন দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে সিপিএমের বেবির সঙ্গে বৈঠক হচ্ছে।ক্ষু বারুইপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও সভা থেকে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, বারুইপুরে আরশোলা, ছারপোকা ও মাকুদের উৎপাত বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কাকদ্বীপ এসে খবর পেলাম বারুইপুরে আরশোলা, ছারপোকা, মাকুদের উৎপাত বেড়েছে। তাই এখানে সভা করার সিদ্ধান্ত নিই।ক্ষু শুভেন্দুর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বারুইপুরের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে তৃণমূল ও সিপিএমের মধ্যে আঁতাতের অভিযোগ এবং দিল্লিতে রাজনৈতিক বৈঠক নিয়ে তাঁর কটাক্ষ আগামী দিনে জেলার রাজনৈতিক তরজা আরও বাড়াতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 31-10-2026 21:51 Page 7

ফের সাগরে ঘনাচ্ছে বড় বিপদ! ইসরোর ছবিতে বাড়ছে উদ্বেগ

অন্ধ্রে তাণ্ডব চালিয়েছে 'অর্ণব'। এই ঘূর্ণিঝড়ের রেশ কাটার আগেই নতুন বিপদ ঘনাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে! বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে। শনিবার সকালে ইসরোর আবহাওয়া স্যাটেলাইট-এর তোলা ছবিতে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন আন্দামান-নিকোবরের আকাশে প্রবল বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের উপস্থিত লক্ষ্য করা গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এই নতুন নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী বেশ কয়েকদিন আন্দামান সাগর ও বঙ্গোপসাগরে ব্যাপক বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিও হতে পারে দক্ষিণ ও উত্তর আন্দামান সাগরে।

পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল জুড়ে আগামী কয়েকদিনে আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও আপাতত জলোচ্ছ্বাসের সতর্কতা জারি হয়নি। ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর বিধ্বংসী প্রভাব কাটতে না কাটতেই এই নতুন করে উদ্বেগে বাড়িয়েছে ইসরোর আবহাওয়া সংক্রান্ত ছবি। আবহাওয়াবিদদের মতে, বর্ষার পরে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির অনুকূল পরিস্থিতি। এই সময় নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। সাগরে নতুন করে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের গতিপছ ও শক্তি কোন দিকে এগোয়, সেদিকে নজর থাকবে হাওয়া অফিসের।

এসআইআর নিয়ে এবার যোগীর গলায় উদ্বেগের সুর

আগামী বছর উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে উদ্বিগ্ন খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কার্যত বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়েই যোগী বললেন, এসআইআরের জেরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ হিন্দু ভোটারের নাম। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর নিয়ে দলীয় কর্মীদের সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। সম্প্রতি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এসআইআর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কোনও যোগ্য ভোটার যাতে বাদ না পড়ে তার জন্য এসআইআর প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখার নির্দেশ দেন তিনি। যোগী বলেন, ভোটার তালিকা থেকে কোটি কোটি হিন্দুর নাম বাদ পড়েছে।

আগামী বছর উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে উদ্বিগ্ন খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কার্যত বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়েই যোগী বললেন, এসআইআরের জেরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ হিন্দু ভোটারের নাম।

তালিকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ হিন্দুর নাম। এইসব বৈধ ভোটারদের তালিকাভুক্ত করতে হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, যোগী আরও বলেন, দবড় সংখ্যায় হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ পড়ার জেরে ২৮টি পুরসভায় বিজেপির অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে।দ আসন্ন নির্বাচনে যা বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। যোগী বলেন, তউত্তরপ্রদেশে ১৬ কোটি ভোটার থাকার কথা। বর্তমানে রয়েছেন ১৩ কোটি। পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকায় থাকা ৬৬ লক্ষ ভোটারের নাম বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নেই। আবার সরকারি প্রকল্পের ৫৫ লক্ষ গ্রাহকের নামও ভোটার তালিকায় নেই। ১৮-১৯ বছর বয়সি সাড়ে চার লক্ষ ভোটারের নামও নেই তালিকায়।দ যোগীর মতে, আগের এসআইআরে উত্তরপ্রদেশে মাত্র ৪ লক্ষ ভোটারের নাম যোগ হয়েছে। যা উদ্বেগজনক। বিজেপি কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিএলও-দের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করার জন্য। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার পর উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকা থেকে ২ কোটি ৪ লাখেরও বেশি ভোটারের নাম বাতিল করা হয়েছে। বাদ পড়াদের বড় অংশই শহরাঞ্চলের বাসিন্দা এবং তাদের মধ্যে মহিলা ভোটারের হার বেশি। একই প্রক্রিয়ায় ৮৪ লক্ষেরও বেশি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে। ফলে উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে চূড়ান্ত ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ৩৯ লাখ ৮৪ হাজার ৭৯২ জন। উল্লেখ্য, যোগী আদিত্যনাথ এর আগেও একাধিকবার ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু ভোটার বাদ পড়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

উন্নত ভারত ২০৪৭-এর মূল চাবিকাঠি শক্তিশালী গ্রাম, বার্তা উপরাষ্ট্রপতির

২০৪৭ সালের মধ্যে 'উন্নত ভারত' গড়ে তোলার স্বপ্ন সফল করতে গ্রামগুলির সার্বিক ও টেকসই উন্নয়নের ওপর জোর দিলেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। শুক্রবার তামিলনাড়ুর দিন্ডিগুলে গান্ধীগ্রাম গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণজয়ন্তী ও ৩৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান,

ভারতের আসল শক্তি লুকিয়ে রয়েছে তার গ্রামগুলিতে। তাই প্রতিটি গ্রামকে অহেতুক শহরে রূপান্তরিত না করে শহরের মতোই উন্নত পরিকাঠামো, প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা ও জীবিকার সুযোগ পৌঁছে দিয়ে গ্রামীণ মানুষদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করাই সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। গ্রামের সাথে শহর ও নগরের উন্নত সড়ক যোগাযোগ তৈরি হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাজার ও কর্মসংস্থানে প্রবেশের পথ সহজ হবে।

জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, সত্য, অহিংসা, সেবা ও স্বাবলম্বনের ভাবনা আজও নতুন ভারত গড়ার সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি। বিগত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গ্রামীণ আবাসন, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, নিকাশি ব্যবস্থা, সড়ক ও ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে ২০১৪ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যসীমার বাইরে উঠে আসতে পেরেছেন।

কৃষকদের কল্যাণে আর্থিক সুরক্ষা দিতে চালু থাকা কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের সহায়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন। আজকের প্রযুক্তি-নির্ভর যুগে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের উপযোগী হয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়ে তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন এবং আধুনিক প্রযুক্তির দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

'জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব', বার্তা মোদীর!

জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেশবাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার অঙ্গীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার গুজরাটের বনাসকাঠায় এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, একটি সাধারণ পরিবারের সন্তানকে মানুষ যেভাবে বিশ্বাস করে প্রথমে গুজরাট এবং পরে গোটা দেশের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন, তার ঋণ তিনি কোনোদিন ভুলবেন না। এই মঞ্চ থেকেই কিষাণ সম্মান নিধির ২৪তম কিস্তি বাবদ দেশের প্রায় ১০ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ
হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী।

সেই সঙ্গে কৃষক, পশুপালক, নারী ও শিশুদের কল্যাণমূলক একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ১৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন তিনি। জনসেবায় ২৫ বছর পূর্ণ করার পর নিজের রাজনৈতিক যাত্রার স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বনাসকাঠার ডিসাতেই তাঁর প্রথম বড় জনসভা হয়েছিল। সেই অঞ্চলের মানুষের কাছে ফিরে আসা তাঁর কাছে এক বিশেষ অনুভূতি। তিনি উল্লেখ করেন, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলেন কৃষকরা। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের বিপুল মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও সরকার প্রায় ১৬ লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে সেই বোঝার আঁচ ভারতীয় কৃষকদের ওপর পড়তে দেয়নি।

বনাসকাঠার আলুর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বিরোধীদের নিশানা বানিয়ে বলেন, এখানকার আলুর বিশ্বজুড়ে খ্যাতি রয়েছে এবং এখানকার মানুষকে কেউ আলু থেকে সোনা তৈরির কথা বলতে পারবে না, কারণ তাঁরা নিজেদের পরিশ্রমেই তা করে দেখিয়েছেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে আসার আগে ভিলডিতে ১২৭ একর এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা গো-প্রজনন ও উন্নত ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। কাঁকরেজ জাতের গরুর মানোন্নয়নে এটি দেশের প্রথম বিশেষ কেন্দ্র। এর পাশাপাশি আহমদাবাদ-বারাণসী

এক্সপ্রেস এবং মেহসানা-বেচ রাজি-সবরমতী মেমু ট্রেনের শুভ সূচনা করেন তিনি। জনসভায় সাধারণ মানুষের বসার জন্য স্থানীয় খাট বা চাড়পাইয়ের অভিনব ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন প্রধানমন্ত্রী এবং সভামঞ্চ থেকে তাঁর ছবি তুলে ধরা এক শিশুকে দেখে নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ দিয়ে সেই ছবি সংগ্রহ করিয়ে নেন, যাতে শিশুটির হাত ক্লান্ত না হয়ে পড়ে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 31-10-2026 21:51 Page 8

পিসিবির নীতিতে ক্ষুব্ধ আঘা

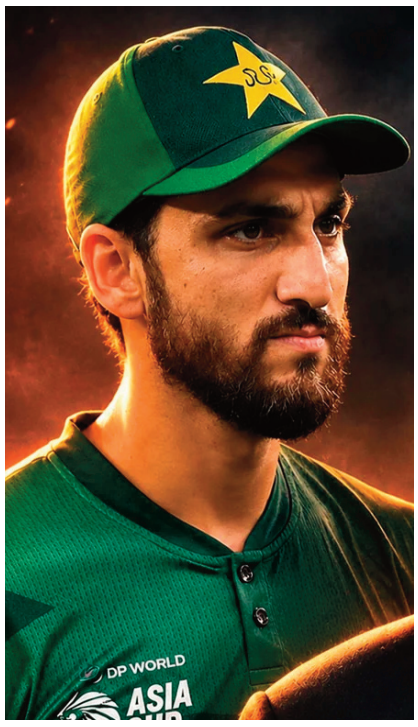

ঘরে-বাইরে বিধ্বস্ত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকেটে তেমন একটা সাফল্য নেই। বোর্ডের অন্দরেও বিস্তর মতপার্থক্য। এবার সলমন আলি আঘার নিশানায় তারা। সম্প্রতি নেতৃত্ব খুইয়েছেন যিনি। পিসিবির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন সেই তিনিই। টুর্নামেন্টের মাঝে দলে পরিবর্তন নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। তবে তাঁর আশা, ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনও কাজ করবে না পিসিবি। পাকিস্তান ক্রিকেটে যেন নতুন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, সিরিজ চলাকালীনই দল থেকে ক্রিকেটারদের ছেঁটে ফেলা। কখনও টেস্ট সিরিজের মাঝপথে ৭ জনকে দেশে ফেরানো, কখনও আবার ত্রিদেশীয় সিরিজ চলাকালীন সাইম আয়ুবকে ঘরোয়া ক্রিকেটে পাঠিয়ে দেওয়া। পিসিবির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই এবার সরব হলেন প্রাক্তন অধিনায়ক আঘা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তসিরিজ চলাকালীন এ ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও এমন কিছু হওয়া উচিত নয়। কোনও সিরিজ বা প্রতিযোগিতা চলার সময় ক্রিকেটারকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া মোটেই ভালো সিদ্ধান্ত নয়। আশা করি, আগামী দিনে আর এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। শুধু দল থেকে বাদ দেওয়াই নয়, ক্রিকেটারদের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেছেন আঘা। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা মোটেই সহজ কাজ নয়। তাই কয়েকটি ম্যাচে ব্যর্থ হলেই কোনও ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। সলমনের কথায়, তএকজন ক্রিকেটারকে কতগুলি ম্যাচ খেলার সুযোগ দেওয়া উচিত, তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়মিত ভালো রান করা মোটেই সহজ নয়। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কোনও ক্রিকেটার কেন প্রতিটি ম্যাচে রান পাচ্ছে না। কিন্তু তরুণ হোক বা কয়েক বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে খেলা অভিজ্ঞ ক্রিকেটার, প্রত্যেককেই কয়েকটি ম্যাচ খেলার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ব্যর্থ হলে ফর্মে ফেরার জন্যও তো তাকে সময় দিতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। কেউ রান পাচ্ছে না বলেই তাকে তড়িঘড়ি দল থেকে বাদ দেওয়া কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।দ উল্লেখ্য, বাবর আজম চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সলমন। সেই ম্যাচের দু'ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ছিল যথাক্রমে ২১ ও ৪ রান। পরের টেস্টেই প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়েন তিনি। এর পর তৃতীয় টেস্টের আগে আরও ৬ ক্রিকেটারের সঙ্গে সলমনকেও দেশে ফেরত পাঠায় পিসিবি। বোর্ডের সেই সিদ্ধান্তই যে তাঁর ক্ষোভের অন্যতম কারণ, তা সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক।

প্রস্তুতি তুঙ্গে যুবরাজের বায়োপিকের !

তিনি যুবরাজ সিং। মাঠে যেমন তাঁর ছয় ছক্কার কৃতিত্ব রয়েছে, তেমনই মাঠের বাইরে তিনি ক্যানসারজয়ী যোদ্ধা। তাঁর জীবনের গল্প দেখার জন্য অধীর আগ্রহে দেশের ক্রিকেটভক্তরা। মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিক হয়েছে। আগামী বছর মুক্তি পাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক। কিন্তু ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও যুবরাজের বায়োপিক নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই। অবশেষে মুখ খ ুললেন যুবিই। কবে শুটিং শুরু, সেটা জানিয়ে দিলেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার। দুটো বিশ্বকাপ জয়ের সাফল্য যুবরাজের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। বছর দুয়েক আগেই ঘোষিত হয়েছিল, রুপোলি পর্দায় আসতে চলেছে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারের বায়োপিক। সিনেমাটি প্রযোজনা করবেন ভূষণ কুমার ও রবি ভাগচন্দোকা। কিন্তু তারপর আর সেরকম চর্চা হয়নি। এবার যুবি নিজেই বললেন, তগত ৬ মাস ধরে স্ক্রিপ্ট লেখা চলছে। ৯-১২ মাসের মধ্যে স্ক্রিপ্ট তৈরি হওয়ার কথা। যদি আমার দল ঠিকঠাক কাজ করে, তাহলে আগামী বছর সিনেমার শুটিং শুরু হয়ে যাবে।দ তবে মুখ্য ভূমিকায় কে, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। আগামী বছর মুক্তি পাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক 'দাদা'। তার প্রস্তুতি তুঙ্গে। যুবরাজের সিনেমাটির নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে নিজের বায়োপিক নিয়ে বেশ উত্তেজিত তিনি। বলছেন, তআমি চাই, মানুষের জীবন আরও সুন্দর হোক। যদি সমাজ আমাকে সেই সুযোগ দেয়, তাহলে আমি মানুষের জন্য কিছু করতে চাই। বিশেষ করে বড় পর্দার একটা আলাদা মজা আছে। আমি দেখেছি, বীরু (বীরেন্দ্র শেহওয়াগ) নিজের শো সঞ্চালনা করছে। সবাই নিজের মতো করে কাজ করছে। আমিও নিজের কাজ নিয়ে আগ্রহী।দ সম্প্রতি দিল্লি ক্যাপিটালসের ব্যাটিং কোচ হয়েছেন যুবরাজ। যেখানে হেড কোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সোশাল মিডিয়ায় টি-সিরিজের তরফ থেকে যে পোস্টটি করা হয়েছিল, তাতে 'সিক্স সিক্সেজ' হ্যাশট্যাগ দেখা যায়। ফলে অনেক ভক্তের ধারণা এটাই সিনেমার নাম হতে পারে। আসলে ক্রিকেটভক্তরা কোনওদিন ভুলতে পারবেন না টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট ব্রডকে মারা ছয় ছক্কার স্মৃতি। ২০০৭-র সেই বিশ্বকাপজয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। তবে, তাঁকে সেরা ছন্দে দেখা গিয়েছিল ২০১১-র ওয়ানডে বিশ্বকাপে। ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংয়ে অনবদ্য পারফরম্যান্সে টুর্নামেন্টের সেরাও হন তিনি। তখন কে জানত, তাঁর শরীরে বাসা বেঁধে রয়েছে মারণরোগ ক্যানসার। তার উপসর্গ উপেক্ষা করেই ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন তিনি। সব মিলিয়ে যুবরাজের জার্নি অনুপ্রেরণা জোগায় বহু মানুষকে। এবার রুপোলি পর্দায় আসতে চলেছে তাঁর সেই লড়াইয়ের কাহিনি।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৫০টি উইকেট নেওয়ার ইতিহাস গড়লেন অর্শদীপ সিংহ

প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দেড়শো উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ইতিহাস তৈরি করলেন বাঁ-হাতি পেসার অর্শদীপ সিংহ। শুক্রবার অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে এই অনন্য নজির গড়েন তিনি। নিউজিল্যান্ডের ইনিংসের ১৯তম ওভারে প্রতিপক্ষ অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারকে আউট করে নিজের ১৫০তম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি উইকেট পূর্ণ করেন এই ভারতীয় পেসার। এই কৃতিত্ব অর্জনের মাধ্যমে তিনি ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বিশ্বের নবম সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি বোলার হিসেবে নিজের নাম খোদাই করলেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পেস বোলারদের মধ্যে অর্শদীপ হলেন বিশ্বের তৃতীয় ব্যক্তি যিনি এই দেড়শো উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেন। তাঁর আগে পেসার হিসেবে কেবল নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি এবং বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমান এই উচ্চতায় পৌঁছেছেন। তবে সার্বিক তালিকায় ২০০টি উইকেট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছেন আফগানিস্তানের তারকা লেগ-স্পিনার রশিদ খান, যিনি এখ নও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে একমাত্র দ্বিশতরানকারী বোলার।উইকেটের এই ঐতিহাসিক মাইলফলকের পাশাপাশি বলের হিসাব এবং এক ক্যালেন্ডার বর্ষের নিরিখেও দুটি বড় রেকর্ড ভেঙেছেন অর্শদীপ। তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাত্র ২ হাজার ১৪৩টি বল করে দ্রুততম দেড়শো উইকেটের ক্লাবে তৃতীয় স্থানে নাম লিখিয়েছেন। তাঁর আগে রয়েছেন শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা এবং আফগানিস্তানের রশিদ খান। পাশাপাশি টেস্ট খেলুড়ে পূর্ণ সদস্য দেশের বোলার হিসেবে এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বোচ্চ টি-টোয়েন্টি উইকেট নেওয়ার নজিরও এখন অর্শদীপের দখলে। চলতি ২০২৬ সালে ইতিমধ্যেই ৪০টি উইকেট তুলে নিয়ে তিনি ২০২২ সালে আয়ারল্যান্ডের জশ লিটলের গড়া ৩৯ উইকেটের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। এ দিনের ম্যাচে অর্শদীপ চার ওভার বল করে ৩৮ রান দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন, যা পুরো চার ওভার বল করা বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে মিতব্যয়ী বোলিং বিশ্লেষণ। তবে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার গ্লেন ফিলিপসের বিধ্বংসী সেঞ্চুরির ওপর ভর করে আয়োজক দল ভারতকে জয়ের জন্য ২৬০ রানের পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্যমাত্রা ছুড়ে দিয়েছে। সিরিজে ইতিমধ্যেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ভারত এই কঠিন রান তাড়া করে নিজেদের জয়ের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছে।

চোটের কারণে ছিটকে গেলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা

হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ভারতীয় ফাস্ট বোলার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। শুক্রবার ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। ডানহাতি এই পেসারের দলে থাকা ফিটনেস ছাড়পত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তবে সম্পূর্ণ ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতে এবং বোলিংয়ের ওয়ার্কলোড বাড়ানোর জন্য তাঁর আরও কিছুটা সময় প্রয়োজন বলে বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বোর্ডের তরফে আরও জানানো হয় যে, ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতির জন্য প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ভারত 'এ' দলের সাথে যুক্ত হবেন এবং নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় চার দিনের ম্যাচে খেলবেন। অন্য দিকে পেসার মহম্মদ সিরাজ ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা ভারত 'এ' দলের দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচে যোগ দিচ্ছেন। পাশাপাশি অলরাউন্ডার নীতিশ কুমার রেড্ডি আগামী ৪ নভেম্বর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে মূল দলের সাথে থাকবেন এবং তার পরেই তিনি টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি হিসেবে ভারত 'এ' দলের তৃতীয় ম্যাচে অংশ নেবেন। এই সিরিজে নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন ও রদবদল এনেছে ভারত। প্রথম তিনটি ওয়ানডে ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেবেন শুভমান গিল এবং সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব সামলাবেন শ্রেয়স আইয়ার। সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচে অধিনায়কের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে শ্রেয়স আইয়ারের হাতে এবং সহ-অধিনায়ক হিসেবে থাকবেন উইকেটকিপার-ব্যাটার ঈশান কিষাণ। প্রথম তিনটি ম্যাচের স্কোয়াডে রয়েছেন শুভমান গিল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, কে এল রাহুল, অক্ষর প্যাটেল, নমন ধীর, অংশুল কম্বোজ, গুরনুর ব্রার, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অর্শদীপ সিংহ, ঈশান কিষাণ, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব এবং কেবল প্রথম ম্যাচের জন্য নীতিশ কুমার রেড্ডি। সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচের দলে যুক্ত হবেন তিলক বর্মা, আকিব নবী, কুমার কুশাগ্র ও যশ ঠাকুর।

মুম্বইয়ের মসনদে ফের রোহিত রাজ!

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের আগামী ২০২৭ মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব ফের রোহিত শর্মার হাতে তুলে দিতে চলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ। হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বে টানা ব্যর্থতার পর পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন দলটি তাদের সবথেকে সফল অধিনায়কের ওপরই পুনরায় আস্থা রাখতে চাইছে বলে জানা গেছে। গত এক সপ্তাহে দলের সাপোর্ট স্টাফে বড়সড় রদবদল ঘটানোর পরেই এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, গত মরসুমে হার্দিক পাণ্ডিয়ার অধীনে দল যখন একের পর এক ম্যাচে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল, তখনই মাঝপথে রোহিতকে নেতৃত্বের ব্যাটন ফিরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল মুম্বই ম্যানেজমেন্ট। হার্দিককে অধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি আগেই নিয়ে রেখে ছিল, তবে রোহিতের বিকল্প কে হতে পারেন তা নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত দলের সাফল্য ফিরিয়ে আনতে অভিজ্ঞ ওপেনার রোহিত শর্মার অভিজ্ঞতার ওপরই ভরসা রাখছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।